আলোচ্য বিষয় –
বচনের বিরোধিতা ও তার প্রকারভেদ প্রকারভেদ

দর্শন – অনার্স

Semester - IV

Tufan Ali Sheikh

Assistant Professor

Department of Philosophy

Mahitosh Nandy Mahavidyalaya

সাধারণ অর্থে বচনের বিরোধীতা বলতে বোঝায় – এমন দুটি বচনের সম্বন্ধ যেখানে দুটি বচন একই সঙ্গে সত্য হতে পারে না, অথবা একই সঙ্গে মিথ্যা হতে পারে না। কিন্তু, গতানুগতিক যুক্তিবিজ্ঞানে 'বিরোধীতা' বা 'Opposition' শব্দটি পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এই অর্থে, একই সঙ্গে সত্য হতে পারে না অথবা মিথ্যা হতে পারে না এমন দুটি বচনের মধ্যে যেমন বিরোধীতা থাকতে পারে, তেমনি একই সঙ্গে সত্য হতে পারে অথবা মিথ্যা হতে পারে এমন দুটি বচনের মধ্যেও বিরোধীতার সম্পর্ক বর্তমান থাকে।

বচনের বিরোধীতার সংজ্ঞা :-

অভিন্ন উদ্দেশ্য এবং অভিন্ন বিধেয়পদ বিশিষ্ঠ দুটি নিরপেক্ষ বচনের মধ্যে গুণগত অথাবা পরিমাণগত অথবা গুণ এবং পরিমাণ উভয়ের পার্থক্য থাকলে বচনদুটির একটিকে অপরটির বিরোধী বচন বলে এবং বচন দুটির মধ্যবর্তী সম্বন্ধকে বলা হয় বচনের বিরোধীতা।

উদাহরণ

i) (A) সকল ফুল হয় সুন্দর বস্তু।

(I) কোন কোন ফুল হয় সুন্দর বস্তু।

ii) (I) কোন কোন মানুষ হয় জ্ঞানীব্যক্তি।

(O) কোন কোন মানুষ নয় জ্ঞানীব্যক্তি।

বচনের বিরোধীতার শর্ত:-

সাবেকি বা গতানুগতিক যুক্তি-বিজ্ঞান অনুসারে বচনের বিরোধীতার শর্তগুলি হল নিম্নরূপ –

i) দুটি নিরপেক্ষ বচন থাকবে,

ii) নিরপেক্ষ বচন দুটির উদ্দেশ্যপদ এবং বিধেয় পদ অভিন্ন হবে,

এবং iii) নিরপেক্ষ বচন দুটির মধ্যে গুণগত অথবা পরিমানগত অথবা গুণ এবং পরিমাণ উভয়ের পার্থক্য থাকবে।

বচনের বিরোধীতার প্রকারভেদ:-

সাবেকী বা প্রথাগত যুক্তিবিজ্ঞানে (Traditional Logic) চার রকম 'বচনের বিরোধিতার' উল্লেখ আছে। যথা-

১) বিপরীত বিরোধিতা (Contrary opposition),

২) অধীন-বিপরীত বিরোধিতা (Sub-contrary Opposition),

৩) অসম-বিরোধিতা (Sub-altern opposition)

এবং ৪) বিরুদ্ধ বিরোধিতা (Contradictory opposition)।

নিম্নে উদাহরণসহ বিভিন্ন প্রকার বিরোধিতার (বা বিরূপতার) ব্যাখ্যা করা হল -

১) বিপরীত বিরোধিতা (Contrary opposition):-

একই উদ্দেশ্য ও একই বিধেয়যুক্ত দুটি সামান্য (Universal) বচনের মধ্যে গুণের পার্থক্য এর থাকলে তাদের একটিকে অন্যটির 'বিপরীত বচন' বলে এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে বলে 'বিপরীত বিরোধিতা'।

এ প্রকার বিরোধিতায় বচন দুটির ক্রম (order) হতে পারে।

যেমন-

ক. A. সকল মানুষ হয় মরণশীল জীব

E. কোনো মানুষ নয় চতুষ্পদী জীব

এবং

খ. E কোনো মানুষ নয় মরণশীল জীব।

A. সকল মানুষ হয় চতুষ্পদী জীব।

২) অধীন-বিপরীত বিরোধিতা (Sub-contrary Opposition):-

একই উদ্দেশ্য ও একই বিধেয়যুক্ত দুটি বিশেষ (particular) বচনের মধ্যে গুণের পার্থক্য থাকলে তাদের একটিকে অন্যটির 'অধীন-বিপরীত বচন' বলে এবং তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধকে বলে 'অধীন-বিপরীত বিরোধিতা'।'

এ প্রকার বিরোধিতায় বচনদুটির ক্রম এরকম (order) হতে পারে –

যেমন-

ক. (I) কোনো কোনো মানুষ হয় কবি

(O) কোনো কোনো মানুষ নয় কবি।

খ. (O) কোনো কোনো মানুষ নয় কবি

(I) কোনো কোনো মানুষ হয় কবি।

৩) অসম বিরোধিতা (Sub-altern Opposition):-

একই উদ্দেশ্য এবং একই বিধেয় বিশিষ্ট দুটি বচনের মধ্যে কেবল পরিমাণের পার্থক্য থাকলে তাদের একটিকে অন্যটির 'অসম বিরোধী বচন' বলে এবং তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধকে বলে 'অসম বিরোধিতা'।

পরিমাণের পার্থক্য থাকার জন্য এ প্রকার বিরোধিতার ক্ষেত্রে একটি বচন হয় সামান্য, অন্যটি বিশেষ। সামান্য বচনটিকে বিশেষ বচনটির 'অতিবর্তী' (sub alternant) এবং বিশেষ বচনটিকে সামান্য বচনের 'অনুবর্তী' (sub-alternate) বলে। অসম-বিরোধিতাকে এজন্য 'অতিবর্তী-অনুবর্তী বিরোধিতাও বলা হয়।

অসম বিরোধিতার উদাহরণ

ক. i) (A) সকল মানুষ হয় মরণশীল জীব।
(I) কোনো কোনো মানুষ হয় স্বার্থপর জীব।

ক. ii) (I) কোনো কোনো মানুষ হয় মরণশীল জীব।
(A) সকল মানুষ হয় স্বার্থপর জীব

খ. i) (E) কোনো মানুষ নয় অমর
(O) কোনো কোনো মানুষ নয় সৎ ব্যক্তি।

খ. ii) (O) কোনো কোনো মানুষ নয় অমর
(E) কোনো মানুষ নয় সৎ ব্যক্তি।

৪) বিরুদ্ধ বিরোধিতা (Contradictory opposition):-

একই উদ্দেশ্য ও একই বিধেয় বিশিষ্ট দুটি বচনের মধ্যে গুণ ও পরিমাণের পার্থক্য থাকলে তাদের একটিকে অন্যটির 'বিরুদ্ধ বচন' বলে এবং তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধকে বলে 'বিরুদ্ধ বিরোধিতা'।

গুণ-ও পরিমাণের পার্থক্য থাকার জন্য এ প্রকার বিরোধিতার একটি বচন হয় 'A' এবং অন্যটি 'O' অথবা একটি বচন হয় 'E' এবং অন্যটি 'I'। এ প্রকার বিরোধিতার ক্ষেত্রে তাই দুটি বচন জোড় থাকে।

বিরুদ্ধ বিরোধিতার উদাহরণ

ক. i) (A) সকল মানুষ হয় মরণশীল জীব।
(O) কোনো কোনো মানুষ নয় সৎ ব্যক্তি।

ক. ii) (O) কোনো কোনো মানুষ নয় মরণশীল জীব।
(A) সকল মানুষ হয় সৎ ব্যক্তি।

খ. i) (E) কোনো মানুষ নয় অমর
(I) কোনো কোনো মানুষ হয় সৎ ব্যক্তি।

খ. ii) (I) কোনো কোনো মানুষ হয় অমর
(E) কোনো মানুষ নয় সৎ ব্যক্তি।

সাধারণ বিরোধীতার বর্গক্ষেত্র / বিরোধ চতুষ্কোণ

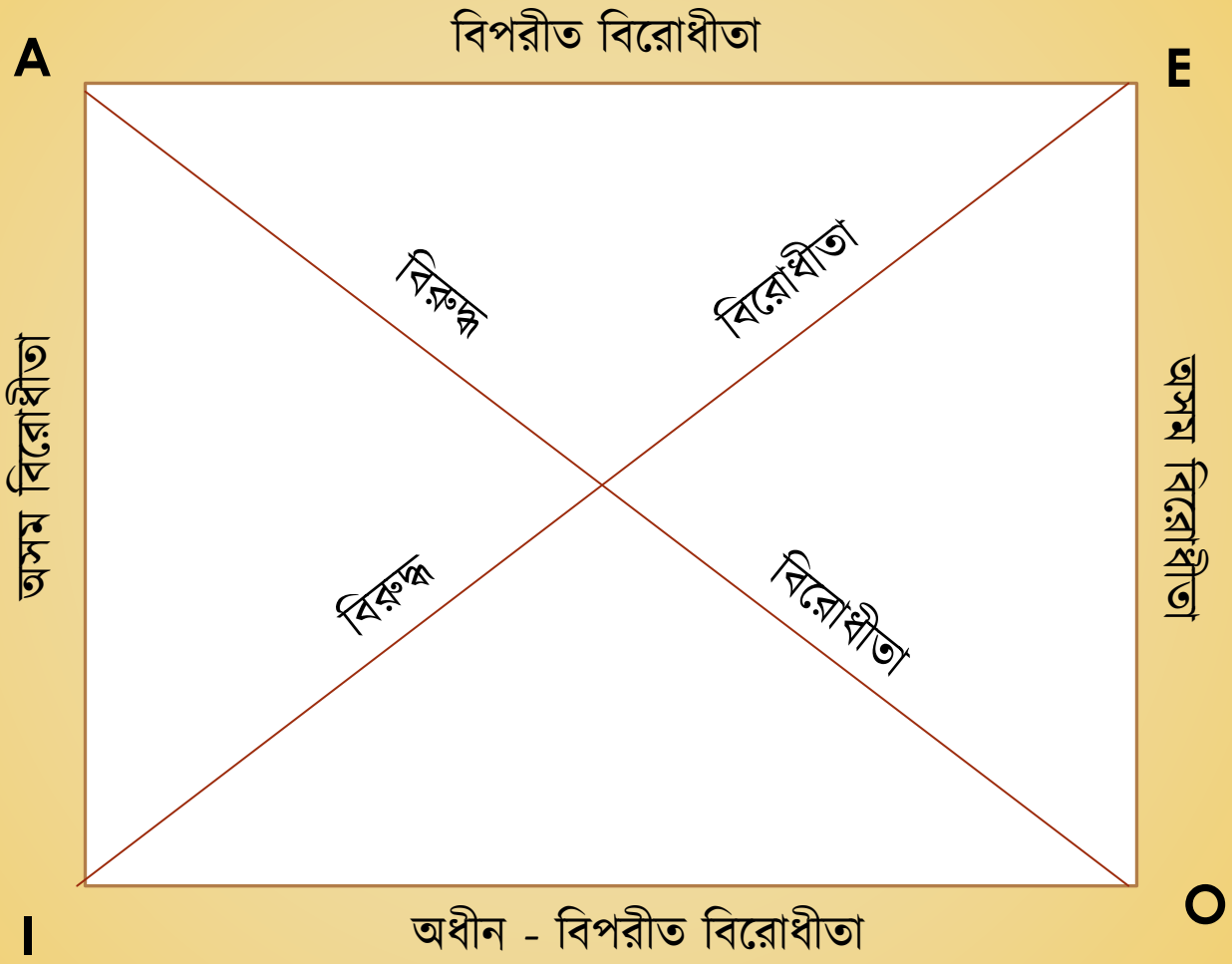

ধন্যবাদ